৪০
(বলরামবাবুকে লিখিত)

রামকৃষ্ণো জয়তি

গাজীপুর
১৫ই মার্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশবাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। 'অহং'-বুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্মের সাধনস্বরূপ -- ইহাকে যিনি নরককুন্ড করেন তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে, খুঁত খুঁত কিছু মাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

'নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা।'

-- যেটুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া -- ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে -- প্রমদাবাবু প্রয়াগে গিয়াছেন। বাবুরাম হঠাৎ এ স্থানে আসিয়াছে, তাহার জ্বর হইয়াছে -- এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে[১] ১০্ টাকা পাঠানো গিয়াছে -- সে বোধহয় গাজীপুর হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এ স্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এ স্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।

ফুল -- বোধ হয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া লইয়াছেন। মাতাঠাকুরানীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আর্শীবাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয় -- সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতানো বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক -- ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা। কিমধিকমিতি --

দাস

নরেন্দ্র

---

[১] স্বামী অভেদানন্দ